64 গ্রামীণ ব্যাংকের হিসাব ব্যবস্থার সাথে বিআরডিবি'র দরিদ্র কর্মসূচীর হিসাব ব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা

(প্রকাশকালঃ জুন, ১৯৯২)

ক) গবেষক পরিচিতি

১. প্রভাস চন্দ্র প্রামানিক, উপ-পরিচালক
বি.কম (সম্মান), এম.কম (হিসাব বিজ্ঞান), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

খ) গবেষণার উদ্দেশ্য

গ্রামীণ ব্যাংক ও দরিদ্র নিরোধ কর্মসূচীর হিসাব ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং সেগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকলে তা যাচাই করাই চলতি গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য। এ ছাড়া কর্জ দাদন প্রক্রিয়া, সঞ্চয় ও শেয়ার জমার ধরণ এবং অফিসের নথীপত্র সংরক্ষণ পদ্ধতি লক্ষ্য করাও এ গবেষণার আরেকটি দিক।

আলোচ্য কর্মসূচী দু'টোতে অনুসৃত হিসাব ব্যবস্থার মধ্যে লক্ষ্যণীয় কোন ত্রুটি থাকলে কিভাবে অবলোপন করা যায় সেদিকটি গবেষণায় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

এ সমীক্ষা পরবর্তীতে অন্য গবেষণা কাজের সহায়ক হিসাবে কাজ করবে বলে বিশ্বাস।

গ) ভূমিকা

আর্থিক লেন-দেনের সাথে হিসাবের একটি নিবিড় সম্পর্ক চির বিদ্যমান। যেখানে আয় ও ব্যয় আছে সেখানে হিসাবের দরকার আছে। কি পরিমান খরচ করা হলো এবং খরচ যা করা হলো আয়ের অতিরিক্ত হলো কিনা সে সম্পর্কে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। সে সচেতনতা বৃদ্ধিতে হিসাব ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জ্ঞনই সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

হিসাব ব্যবস্থাপনা হলো আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত নথিপত্র তথা খাতাপত্র রক্ষণাবক্ষণের কায়দা কানুন। এটিকে একটি কৌশল বলা যেতে পারে যাদ্বারা আয়-ব্যয়ের পরিমান স্থির করা, লাভ-লোকসানের স্বরুপ নির্ণয় করা এবং পরিসম্পদের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এমন এক সময় ছিল যখন হিসাব মুখে মুখে রাখা হতো। কিন্তু আজ আর তা ভাবা যায় না। লেনদেনের ব্যপকতা এত বেড়ে গেছে যে, মানুষ লিখে রেখেও যেন পাড়ি পাচ্ছে না। তাকে কম্পিউটারের যথেষ্ট সাহায্য নিতে হচ্ছে হিসাবকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করার জন্য।

যত টাকা মুলধন নিয়ে একটি কারবার শুরু হলো কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর কারবারটি এগিয়েছে না পিছিয়েছে কিংবা আগামীতে কি পদক্ষেপ নিতে পারলে অবস্থার উন্নতি হতে পারে তা হিসাব কষেই নির্ণয়

করতে হয়। এজন্য হিসাব ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সুষ্ঠুভাবে হিসাব রাখলে একটি সংগঠন বা কারবার নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো অনায়াসেই ভোগ করতে পারে ঃ

১। স্থায়ী রেকর্ড - দীর্ঘ সময় পরেও দলিল হিসাবে কাজ করে।

২। নগদ ক্যাশ - নগদ টাকার দৈনন্দিন অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

৩। লাভ-ক্ষতি নির্ধারণ - সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণের দ্বারা ব্যবসায়ের লাভ বা ক্ষতি নির্ণীত হতে পারে।

৪। আর্থিক অবস্থা - কারবারে মুলধন ও দেনার পরিমান নির্ণয় এবং সেইসাথে সংরক্ষিত সম্পদের দ্বারা দায় পরিশোধ করা সম্ভব কিনা জানা যায়।

৫। খরচ নিয়ন্ত্রণ - খরচ খরচান্তের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়।

৬। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা - জালিয়াতি, তহবিল তছরুফ, ঘাটতি ইত্যাদি প্রতিরোধ করা যায়।

৭। নীতি নির্ধারণ - ব্যবসায়ের নীতি নির্ধারণ, বাজেট প্রণয়ন ও ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা সহজতর হয়।

৮। বিরোধ এড়ানো - লিখিত রেকর্ড থাকার ফলে যে কোন আর্থিক বিরোধ ও সন্দেহ এড়ানো সম্ভব হয়।

৯। সঠিক চিত্র প্রদর্শন - তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা আর্থিক বিবরণী প্রকাশের মাধ্যমে কারবারের সঠিক চিত্র তুলে ধরা যায়।

১০। আস্থা সৃষ্টি - সঠিক হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে পারস্পরিক বিশ্বাস সৃষ্টি করে নতুন উদ্দীপনার উদ্ভব ঘটানো যেতে পারে।

একটি সুষ্ঠু হিসাব ব্যবস্থা একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। এটি যত সঠিক ও সাবলীল হবে প্রতিষ্ঠান তত ভাল চলবে। তবে এর জন্য দরকার ভাল সাংগঠনিক পরিবেশ। প্রতিষ্ঠান প্রধান থেকে শুরু করে হিসাব সংরক্ষণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে হতে হবে সৎ ও নিষ্ঠাবান। শুধু তাই নয়, অর্থ বিধির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলকে আনুগত্যশীল হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। অবস্থার বিবর্তণে হিসাব ব্যবস্থার পদ্ধতিগত পরিবর্তন আবশ্যক কিনা এবং আবশ্যক থাকলে পরিস্থিতির সংগে সংগতি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের মানসিকতা থাকতে হবে। দেখতে হবে হিসাব বিষয়ক কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে মূল লক্ষ্য ব্যহত হচ্ছে কিনা।

বস্তুতঃ নানা মত সীমাবদ্ধতার কারণে বিভিন্ন সংগঠন তাদের হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কাংখিত স্থানে পৌঁছুতে পারে না। এ সব সীমাবদ্ধতার মধ্যে হিসাব বিষয়ক জ্ঞান ও দতার অভাব, আর্থিক লেনদেনের সংগে হিসাবের পদ্ধতিগত সামঞ্জস্যহীনতা, হিসাব সংরক্ষণকারী ব্যক্তিগণের উদাসীনতা, কাজের একঘেঁয়েমী, প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাব উল্লেখযোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার অভাব থাকায় বার বার প্রশিক্ষণ দিয়েও তেমন আশানুরুপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। উৎসাহ ব্যাঞ্জক পারিশ্রমিক না থাকার ফলে হিসাব রক্ষাকারী কর্মীগণ সঠিক লক্ষ্য অর্জনেও ব্যর্থ হচ্ছে বহুলভাবে।

বাংলাদেশ কৃষি নির্ভরশীল ছোট একটি গ্রাম প্রধান দেশ। এখানে শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে এবং প্রায় ৮৩ ভাগের কিছু বেশী লোক দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান করছে যার জন্য স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বিশেষ করে আশির দশকের গোড়ার দিকে সরকারকে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় ও কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প বা কর্মসূচী গ্রহণ করতে হয়েছে। এ সমস্ত কর্মসূচীর মধ্যে

পল্লী পূর্ত কর্মসূচী, উপজেলা সেচ কর্মসূচী, খাদ্যের বিনিময়ে কাজ, গ্রামীণ ব্যাংক, দারিদ্র্য নিরোধ কর্মসূচী ইত্যাদি প্রদান। উল্লেখ করা অবান্তর নয় যে, ঐ সকল প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন বহুলাংশে নির্ভর করে অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর জ্ঞান, দক্ষতা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ ও সহায়ক সেবার উপর। দরিদ্র জনসাধারণের জন্য গৃহীত উল্লিখিত সুন্দর প্রয়াস সমূহ যথেষ্ট ঐকান্তিকতা থাকা সত্ত্বেও কেবল হিসাব ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে এবং হিসাবের পদ্ধতিগত কোন ত্রুটির কারণে ব্যর্থতায় পর্যবর্সিত হচ্ছে কিনা দেখা দরকার। বিশেষ করে বহুল আলোচিত প্রকল্প দু'টি গ্রামীণ ব্যাংক ও দারিদ্র্য নিরোধ কর্মসূচীর হিসাব ব্যবস্থাপনা পর্যলোচনা করতে পারলে বিষয়টি সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা লাভ করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে অবস্থার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হওয়া যেতে পারে।

গ্রামীণ ব্যাংক ও দারিদ্র নিরোধ কর্মসূচী দু'টির উদ্দেশ্য ও কার্যধারা এক এবং অভিন্ন হলেও এদের হিসাব রাখার ধরণ ও ব্যবস্থা অনেকখানি পৃথক। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেমন-দৈনিক বাংলা (তাং-২১-৫-৮৫ ইং), সাপ্তাহিক অর্থনীতি (২৭-৬-৮৫ ইং), সচিত্র বাংলাদেশ (০১-৪-৮৫ ইং), বিজনেস এ্যান্ড ফাইনান্স (০১-১১-৮৫ ইং) দি গার্ডিয়ান (ইউকে-২৩-১০-৮৫ ইং) ইত্যাদির উদ্বৃতি দিয়ে বলা যায় গ্রামীণ ব্যাংক তার লক্ষ্য অর্জনে অনেকটা অগ্রসরমান। "পল্লী উন্নয়ন বাংলাদেশে-(১৯৮৮)" বই খানিতে মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ দেখিয়েছেন গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতাদের পরিবার পিছু গড় কর্মীর সংখ্যা ১.৭৫ জন যা অন্যান্যদের তুলনায় ২৮% বেশী। আবার বিআইডিএস থেকে প্রকাশিত জরীপে ১৯৮৫ সালে আতিউর রহমান জানিয়েছেন মোট ১৬০৫ জন বাছাইকৃত ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে মাত্র ৯% সদস্য সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তা মোট বরাদ্দকৃত ঋণের মাত্র ০.১%। গ্রামীণ ব্যাংকের জনুসৃত হিসাব ব্যবস্থা তার এসব উৎকর্যতায় কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে কিনা যাচাইয়ের দাবী রাখে। বর্তমানে এরূপ একটি সমীক্ষা দ্বারা দেখা যেতে পারে গ্রামীণ ব্যাংক ও দারিদ্র নিরোধ কর্মসূচীর হিসাব পদ্ধতির কোনটি কতটা উন্নত কিংবা হিসাব ব্যবস্থা মূল কর্মসূচীতে কোন ধনাত্মক বা ঋণাত্মক প্রভাব ফেলছে কিনা।

ঘ) উপসংহার

গ্রামীণ ব্যাংক সেই ১৯৭৬ সালে তার অগ্রযাত্রা শুরু করে ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। গত ১৯৮৮ সালের এক হিসাব মতে জনা গেছে গ্রামীণ ব্যাংক দেশের মাত্র একদশমাংশ এলাকায় যেতে পেরেছে। যেখানে গেছে সেখানেও নাকি মাত্র ৫০ ভাগ দরিদ্রকে দলভূক্ত করা সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতি তাদের "ধীরে চলা" সত্যকথা। কিন্তু হিসাবের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে সেখানে যেন একটা প্রাণ আছে। সর্বদা একটা বহমানতা থাকার দরুন হিসাবগুলো সময়মত এবং নিয়মিত লিখা হচ্ছে। অপর দিকে দারিদ্র নিরোধ কর্মসূচী যে একদম থেমে রয়েছে তা অবশ্য নয়। সেদিকটিতেও অগ্রগতি কিছু কিছু হচ্ছে। জানা গেছে এই কর্মসূচীর জন্য দেশের প্রায় ১৩৯টি উপজেলায় পৃথক কেন্দ্রীয় সমিতি (ইউবিবিসিএ) খোলা হয়েছে নুতন ব্যবস্থায় নুতন কিছু হোক- অন্ততঃ যাদের জন্য এত কিছু, সিঁড়ির সেই নীচের ধাপের লোকদের সামান্যতম হলেও উন্নতি কিছু হোক সকলেই তা আশা করে।

একটি কথা এখানে বলে রাখা দরকার যে, দারিদ্র নিরোধ কর্মসূচী যদি গ্রামীণ ব্যাংকের ন্যায় কেবল কর্জ দাদন ও আদায়ের মধ্যে সীমিত থাকে এবং হিসাব লিখার কাজ শুধু সংগঠকদের দ্বারা করানো হয় তবে হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি গ্রামীণ ব্যাংকের অনুরুপ হওয়া বাঞ্চনীয়। সে ক্ষেত্রে সমিতি পর্যায়ে কেবল কয়েকটি পাশ বই ব্যতীত অন্য কোন হিসাবের বই রাখা দরকার হবে না। আবশ্যকীয় হিসাবের বই সমস্তই উপজেলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি সংরক্ষণ করবে। তবে সেক্ষেত্রে প্রশিণপ্রাপ্ত দক্ষ সংগঠকদের সংখ্যা অবশ্যই বাড়াতে হবে যাতে তদারকী কাজটা আরও নিবিড় হয়।